ত্রিপুরা সরকার
তথ্য ও সংস্কৃতি অধিকার
*****

স-১২

আগরতলা, ১ এপ্রিল,২০২৬

প্রধানমন্ত্রীর মন কি বাত-এ ত্রিপুরার উদ্ভাবন ও কাজের প্রসঙ্গ সবচেয়ে বেশি বার উঠে এসেছে : মুখ্যসচিব

ইমপ্লিমেন্টেশন অব কমপ্লায়ান্স রিডাকশন এবং ডিরেগুলেশন শীর্ষক একদিনের কর্মশালা (প্রথম ও দ্বিতীয় পর্যায়) আজ প্রজ্ঞাভবনের এক নং হলে আয়োজিত হয়। শিল্প ও বাণিজ্য দপ্তর এই কর্মশালার আয়োজন করে। কর্মশালায় বিভিন্ন দপ্তরের সচিব, অধিকর্তা, জেলা ও মহকুমা পর্যায়ের পদস্থ আধিকারিকগণ অংশ নেন। কর্মশালায় অনলাইন পোর্টালের মাধ্যমে স্টেট সিঙ্গেল উইন্ডো ২.০, হেলথ সেক্টরের পি.সি.পি.এন.ডি.টি. এবং ট্যুরিজম সেক্টর- হোম স্টে এবং হোটেল রেজিস্ট্রেশনের সূচনা করেন মুখ্যসচিব জে. কে. সিনহা।

কর্মশালার উদ্বোধক মুখ্যসচিব জে.কে. সিনহা উদ্যোক্তাদের এই উদ্যোগের প্রশংসা করে বলেন, ইমপ্লিমেন্টেশন অব কমপ্লায়ান্স রিডাকশন এবং ডিরেগুলেশনের এখন ফেজ-২ বা দ্বিতীয় পর্যায়ের কাজ শুরু হয়েছে। ফেজ-১ সফলভাবে সম্পন্ন হয়েছে। সারা দেশের মধ্যে ত্রিপুরা সবচেয়ে দ্রুততার সাথে এই কাজ সম্পাদন করেছে, এটি জাতীয়স্তরে স্বীকৃত। তিনি বলেন, ২০২৬ সালের ১৫ জানুয়ারি ফেজ-২এর প্রথম সভা ক্যাবিনেট সেক্রেটারির সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হয়। ১৬ জানুয়ারি থেকে ফেজ-২ কার্যকরভাবে কাজ শুরু করেছে। ফেজ-২তে আমরা আরও দ্রুত ও দক্ষতার সাথে কাজ করছি। ফেজ-১ এর ২৮টি ক্ষেত্র সফলভাবে সম্পন্ন হয়েছে। তিনি বলেন, গ্রাম পঞ্চায়েত স্তর থেকে ক্যাবিনেট স্তর পর্যন্ত ৮ মাসে পেপারলেস কার্য ব্যবস্থা সম্পন্ন হয়েছে। পি.এম. জনমনের আওতায় ত্রিপুরা পুরস্কৃত হয়েছে। তিনি বলেন, গত ২৯ মার্চ আমরা প্রধানমন্ত্রীর মন কি বাত অনুষ্ঠান শুনেছি। সেই অনুষ্ঠানে ত্রিপুরার একটি অত্যন্ত গর্বের ছবি উঠে এসেছিলো। বিশেষত পানীয়জলের উদ্যোগে আমাদের উদ্ভাবনী প্রচেষ্টার কথা জম্পুই পাহাড়ে ইনোভেটিভ পদ্ধতিতে পানীয়জল পৌঁছানোর কথা প্রধানমন্ত্রীর মন কি বাত অনুষ্ঠানে উঠে এসেছে। সেদিন প্রধানমন্ত্রীর মন কি বাত অনুষ্ঠানে ত্রিপুরার অভ্যন্তরীণ ও প্রত্যন্ত অঞ্চলে কিভাবে মাইক্রো পাওয়ার গ্রিডের মাধ্যমে বিদ্যুৎ সরবরাহ পৌঁছে গেছে সেটাও উঠে আসে। মন কি বাতের সমস্ত পর্ব বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় ত্রিপুরার উদ্ভাবন ও কাজের প্রসঙ্গ সবচেয়ে বেশি বার উঠে এসেছে। ২০২৩ সালের পর থেকে বিশ্লেষণে জানা গেছে মন কি বাত প্রতি মাসে ৩০ কোটি মানুষ শোনেন। গড় হিসেবে বলা যায় প্রায় ১০০ কোটি মানুষের কাছে পৌঁছায়। তিনি বলেন, সিপাহীজলা জেলা সমগ্র ভারতে সেরা জেলা হিসেবে জাতীয় স্তরে পুরস্কৃত হয়েছে। এটি ত্রিপুরার জন্য একটি ঐতিহাসিক অর্জন। এর জন্য এই জেলা ৫ কোটি টাকার জাতীয় পুরস্কার পাবে। স্বাস্থ্য সংক্রান্ত কার্যক্রমে অসামান্য সাফল্যের ভিত্তিতে ঊনকোটি জেলার কুমারঘাট ব্লকের কাঞ্চনবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েত সারা দেশের মধ্যে প্রথম স্থান অর্জন করেছে। এই পঞ্চায়েত ১ কোটি টাকা পুরস্কার পাবে। এছাড়া মহিলা বান্ধব উদ্যোগ বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অবদানের জন্য পশ্চিম ত্রিপুরা জেলার হেজামারা ব্লকের বৈকুণ্ঠপুর পঞ্চায়েত সারা দেশের মধ্যে তৃতীয় স্থান অধিকার করেছে। এই পঞ্চায়েত ৫০ লক্ষ টাকা পুরস্কার পাবে। তিনি বলেন, প্রতিটি ব্লক, জেলা ও রাজ্যস্তরের সকল কর্মকর্তাগণ যারা যেই বিভাগেই থাকুন না কেন উন্নয়নমূলক কাজে নিজেদের সম্পূর্ণরূপে নিয়োজিত করতে হবে। এটাই আমাদের সংস্কৃতি, এবং এ পথেই বিকশিত সমাজ গড়া সম্ভব।

২-এর পাতায়

কর্মশালায় আলোচনায় অংশ নিয়ে শিল্প ও বাণিজ্য দপ্তরের সচিব কিরণ গিত্যে বলেন, নয়াদিল্লিস্থিত ক্যাবিনেট সেক্রেটারিয়েটের দেওয়া তথ্য অনুযায়ী ত্রিপুরা সরকার গত বছর (প্রথম পর্যায়) জমি, আবাসন, শিল্প সংক্রান্ত লাইসেন্স সহজ করার ক্ষেত্রে দেশের মধ্যে প্রথম স্থান অধিকার করেছে। নতুন উদ্যোগে রাজ্য সরকার এখন ফেজ-২ বা দ্বিতীয় পর্যায়ের কাজ শুরু করেছে। এর লক্ষ্য হলো অপ্রয়োজনীয় সরকারি অনুমতি বাতিল করা এবং সব কাজ দ্রুত অনলাইনে শেষ করা। তিনি বলেন, আজকের কর্মশালায় বেশ কিছু নতুন অনলাইন পোর্টাল চালু করা হয়েছে। যার ফলে স্টেট সিঙ্গেল উইন্ডো- স্বাগত ২.০ স্বাস্থ্য ও পর্যটন খাতের কাজ আরও সহজ হবে। বিশেষজ্ঞদের সহায়তায় এই সংস্কার কাজে সরকারকে সাহায্য করছে আই.আই.এম. কলকাতা এবং এন.এল.ইউ.। মূল লক্ষ্য হলো সাধারণ মানুষ এবং ব্যবসায়ীরা যাতে কোনও হয়রানি ছাড়াই সরকারি পরিষেবা লাভ করতে পারেন। রাজ্য সরকার সেই লক্ষ্যে কাজ করছে। এরফলে রাজ্যে বিনিয়োগ বাড়বে এবং নতুন কর্মসংস্থানও সৃষ্টি হবে। তিনি বলেন, এই কর্মশালা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এখানে শিল্প, ব্যবসা, নির্মাণ এবং ইউটিলিটিসগুলির জন্য অনুমতি, লাইসেন্স এবং শংসাপত্র দেওয়ার সাথে যুক্ত তারা সবাই উপকৃত হবেন। তিনি বলেন, জানুয়ারি মাস থেকে রাজ্যে ডিরেগুলেশন এবং কমপ্লায়ান্স রিডাকশন ফেজ-২ বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। তিনি বলেন, সংস্কার ততক্ষণ সম্পূর্ণ হয় না যতক্ষণ না তা যথাযথভাবে বাস্তবায়িত হয়। আমাদের নাগরিক, শিল্প, ব্যবসা এবং বাণিজ্য প্রতিষ্ঠানগুলি ততক্ষণ উপকৃত হবে না যতক্ষণ না নীতি বা নিয়ম তৈরির পাশাপাশি আমাদের উৎসাহ মাঠ পর্যায়ে প্রতিফলিত হবে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি বলেছেন, সংস্কারের জন্য শুধু নীতি থাকলেই হবে না, সেই সাথে এটি বাস্তবায়নের জন্য নিয়ত বা সদিচ্ছারও প্রয়োজন।

ত্রিপুরার যাত্রা লক্ষ্য করলে দেখা যায় ২০১৬ সালে আমাদের র‍্যাঙ্কিং ছিলো ২২, ২৫, ২৯ অর্থাৎ আমরা নীচের দিকে ছিলাম। কিন্তু ২০২০ সালে সিঙ্গেল উইন্ডো সিস্টেম আসার পর পরিস্থিতি বদলাতে শুরু করে। ২০২৪ সালে আমরা ৯৪ শতাংশ সংস্কার করেছি। নতুন কাঠামো বি. রেডি এবং বিশ্ব ব্যাঙ্ক ই.ও.ডি.বি. কাঠামো বদলে বি. রেডি ফ্রেম ওয়ার্ক গঠন করেছে। এটি মূলত ব্যবসার প্রবেশ পথ অবস্থান, ইউটিলিটি, শ্রম এবং কর সংক্রান্ত বাস্তব সমস্যাগুলির উপর নজর দেয়। সে লক্ষ্যেই আমরা পুরোনো জটিল নিয়মগুলি ভেঙ্গে একটি ব্যবহারকারী, বান্ধব, সম্পূর্ণ ডিজিটাল এবং স্বপ্রত্যয়ন ভিত্তিক ব্যবস্থা অবলম্বনের উদ্যোগ নিয়েছি। তিনি বলেন, এই সংস্কারগুলি আমাদের মাঠ পর্যায়ে নিয়ে যেতে হবে। মুখ্যসচিবের দপ্তরে এ বিষয়ে একটি বিশেষ সেল গঠন করা হয়েছে। আমরা আই.আই.এম. কলকাতা, আই.আই.টি. দিল্লি এবং আই.আই.টি. গান্ধীনগরের মতো নামী প্রতিষ্ঠানের সাথে কাজ করছি, যাতে আমাদের সংস্কারের প্রভাব সঠিকভাবে মূল্যায়ন করা যায়। আমরা চাই একটি স্বচ্ছ, দক্ষ ও বিনিয়োগ বান্ধব রাজ্য গড়ে উঠুক।

কর্মশালায় এছাড়া বিভিন্ন সংস্কারের বিষয়ে আলোকপাত করেন শিক্ষা দপ্তরের সচিব ডা. মিলিন্দ রামটেকে, উচ্চশিক্ষা দপ্তরের বিশেষ সচিব রাভেল হেমেন্দ্র কুমার, ত্রিপুরা শিল্প উন্নয়ন নিগম লিমিটেডের এম.ডি. ড. দীপক কুমার, ত্রিপুরা রাজ্য দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদের চেয়ারম্যান ড. কে. শশীকুমার, শ্রম দপ্তরের সচিব তরুণ কান্তি দেবনাথ, আই.আই.এম. কলকাতার আধিকারিক সুমন্ত বসু, পিয়ুষ দোশি প্রমুখ। সকলকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন শিল্প ও বাণিজ্য দপ্তরের অধিকর্তা ড. দীপক কুমার।

*****